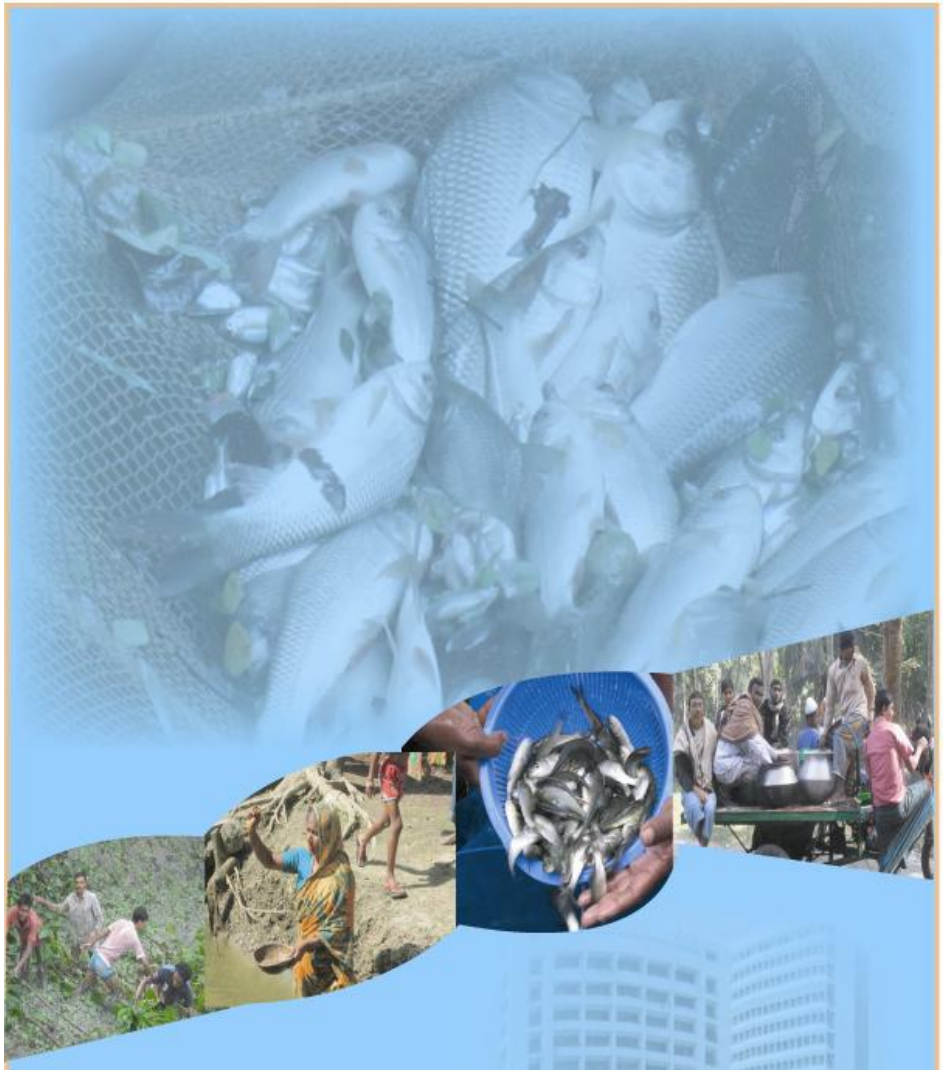

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Tel: 880 2 58155581; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: mohsin300964@yahoo.com; pd.hfmlip@lged.gov.bd ;

For more information visit: http://www.lged.gov.bd/ProjectComponents.aspx?projectID=6

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বসত বাড়ীর পুকুরে
মাছ চাষ
ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

আগস্ট ২০১৫

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর দিঘী, ডোবা-নালা, হাওর বাওর ইত্যাদি। আমাদের খাদ্য তালিকায় মাছ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মাছ চাষ একটি লাভজনক পেশা হিসাবে বিবেচিত হলেও সঠিক কারিগরী জ্ঞানের অভাবে তা কাংঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। মাছের ভাল ফলন পেতে হলে মাছ চাষের শুরু থেকেই যত্নের প্রয়োজন। তাই মাছের উৎপাদন লাভজনক ভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুকুর প্রস্তুতি, পোনা সংগ্রহ, পোনা মজুদসহ পুকুর পরিচর্যার বিভিন্ন কারিগরী বিষয়সমূহের উপর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের ফসলের ক্ষতি হ্রাস, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৌলিক অবকাঠামোর সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে JICA এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতায় Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP) শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র নারীরা যাতে সহজে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি পরিকল্পিতভাবে এবং সঠিক সময়ে সম্পাদন করতে পারেন সে বিষয়ে পুস্তিকাটিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নির্দেশিকাটি দ্বারা প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী মাছ চাষীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় হাওর এলাকার অন্যান্য মৎস্য চাষীগণও উপকৃত হবেন বলে আশা করছি।

বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা বিষয়ক পুস্তিকাটি গ্রামীণ জনগণের বোধগম্য করে সহজ ভাষায় ছবিসহ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ নির্দেশিকাটি প্রকল্পের সংশিষ্ট কর্মকর্তা ও সুফলভোগী মাছ চাষীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে এবং সাধ্য অনুযায়ী মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সঠিক নির্দেশনা দেবে। মাঠ পর্যায়ে উক্ত নির্দেশিকার প্রয়োগ আরও পরিমার্জিত আকারে ও বাস্তবায়ন শিক্ষণের আলোকে আগামীতে নতুন ভাবে সংস্করণ, সংশোধন করে আরও পরিমার্জিত আকারে প্রণয়ন করা হবে।

সেখ মোহাম্মদ মহসিন
প্রকল্প পরিচালক
এইচএফএমএলআইপি

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	৩
২।	কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
৩।	পুকুরের প্রাথমিক জরীপ	৪
৪।	সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি	৪
৫।	অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন	৫
৬।	সুফলভোগী দল গঠন পদ্ধতি	৬
৭।	নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক জরীপ পরিচালনা	৭
৮।	সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৭
৯।	প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া	৭
১০।	সুফলভোগীদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান	৯
১১।	লভ্যাংশ বন্টন	৯
১২।	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	১০
১৩।	সাইন বোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে	১০
১৪।	প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ	১০
১৫।	কারিগরী অংশ	১১
১৬।	পুকুরের পাড় ও তলা সংস্কার করা	১১
১৭।	আগাছা ও পুকুরের পাড় পরিষ্কার করা	১১
১৮।	রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা	১১
১৯।	পুকুরে চুন প্রয়োগ করা	১৩
২০।	সার প্রয়োগ করা	১৪
২১।	পোনা মজুদের পূর্বে করণীয় কাজ	১৫
২২।	প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা	১৬
২৩।	ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্ত করণ	১৭
২৪।	পোনা পরিবহন ও শোধন	১৭
২৫।	পোনা মজুদ	১৭
২৬।	পোনা মজুদ করার পর করণীয় কাজ	১৮
২৭।	সার প্রয়োগের নিয়ম	১৮
২৮।	মাছের সম্পূরক খাবার	১৯
২৯।	মাছের পরিচর্যা	২০
৩০।	মাছের রোগ বালাই দমন	২০
৩১।	মাছ আহরণ ও বাজারজাত করণ	২১
	সংযোজনী এর তালিকা	
০১।	পুকুর জরীপ ছক পত্র	২২
০২।	পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নের ছক পত্র	২৩
০৩।	পুকুর মালিক ও সুফলভোগীদের মধ্যে চুক্তিপত্র	২৪
০৪।	পুকুর মৎস্য চাষী দল	২৫
০৫।	পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	২৬
০৬।	প্রকল্প ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র	২৭
০৭।	নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়ক প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা	২৮

ভূমিকা ঃ

স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু কালের প্রবাহে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে ক্রমবর্দ্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদার জন্য মাছের প্রাচুর্যতায় ভাটা পড়েছে। তবে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার যথাযথ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় অতীতের সুখকর স্মৃতি ফিরিয়ে আনা মোটেই কঠিন নয়।

দেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ বেসরকারী বা ব্যক্তি পর্যায়ের অবদান। সুতরাং দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনগনের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। মৎস্য চাষ, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে জনগনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাঝে গতি সঞ্চার করতে পারলেই মৎস্য সেক্টর দ্রুততার সাথে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। জনগনের যে সম্পদ রয়েছে তা ব্যবহারের কলা কৌশল শিখাতে পারলে ও প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক উপকরণ সহজলভ্য করতে পারলে তারা নিজস্ব উদ্যোগেই উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই লক্ষিত জনগোষ্ঠিকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষের জন্য নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হলো।

২. কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সুফলভোগী নির্বাচনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা। তাছাড়া লক্ষ্যিত সুফলভোগী নির্বাচনের উদ্দেশ্য সমূহ হলঃ

- দরিদ্র ও দুঃস্থ্য নারী জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্ট করা।
- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে মালিকানাবোধ সৃষ্টির বিষয় নিশ্চিতকরণ।
- অন্ন ও বস্ত্রহীন দরিদ্র নারীদের জন্য কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ।
- ন্যায় ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুরুষের কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিতকরণ।
- কাজের মন্দা সময়ে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য বিকল্প আয়ের সংস্থান নিশ্চিতকরণ।
- বৃহৎ পরিসরে কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ণ করা।

৩. পুকুরের প্রাথমিক জরিপ ঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যিত সুফলভোগী নির্বাচন করতে হলে প্রথমেই নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় কি পরিমাণ ও কি ধরণের পুকুর রয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। আর সে কারণেই সবার পূর্বে প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান পুকুরগুলির জরিপ করতে হবে (সংযোজনী -১) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এর নেতৃত্বে প্রকল্পের এসএমএস (মৎস্য) এবং এসও (মৎস্য) প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পাদন করবে। তালিকা প্রণয়নকালে গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি পুকুর পাড়ে জরিপকারী দলের প্রতিনিধিকে যেতে হবে এবং গভীরভাবে পুকুরের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যবেক্ষণ পূর্বক পুকুর মালিকের সাথে আলাপ আলোচনা করে কাংক্ষিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পের কাংক্ষিত ফলাফল লক্ষ্যিত জনগনের মাঝে পৌঁছে দেয়াই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর তাই কোন কার্যক্রমের সফলতার জন্য সুফলভোগী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুতরাং পুকুরে মাছ চাষের লক্ষ্যে কাংখিত সুফলভোগী নির্বাচনের জন্য সম্পাদিত জরিপের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত মানদন্ড অনুসরণপূর্বক যাচাই বাছাই করেই প্রকৃত সুফলভোগী নির্বাচন করতে হবে।

৪.১ । সুফলভোগী বিষয়ক ঃ

- সুফলভোগী হিসাবে উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র মহিলাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে
- তার বা তার পরিবারের মোট জমির পরিমাণ ২ একরের উপরে হবে না
- বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের কোন আয় তাদের থাকবেনা
- সুফলভোগী নির্বাচনে দুঃস্থ মহিলা প্রধান পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে
- শারীরিকভাবে কর্মক্ষম, পূর্ণ বয়স্ক এবং কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে,
- তার পরিবারের কাউকে মৎস্য আহরণ বা মৎস্য চাষ বিষয়ক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

৪.২ । পুকুর বিষয়ক ঃ

- পুকুরটি বাড়ীর আঙ্গিনায় অবস্থিত থাকবে এবং তার আয়তন ২০-৩০ শতাংশের মাঝে হতে হবে
- পুকুরগুলি বন্যামুক্ত খোলামেলা স্থানে থাকবে যেখানে বেশীর ভাগ সময় সূর্যের আলো পড়ে

বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

- নির্বাচিত পুকুরগুলির পারস্পরিক অবস্থান যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থানে থাকতে হবে

৪.৩ । পুকুরের মালিকানার ধরণ ঃ

- একক মালিকানার পুকুরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে
- যৌথ মালিকানার পুকুরের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সুফলভোগীর অনুকূলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত পুকুরে মাছ চাষ করার অধিকার প্রদান করা হবে মর্মে পুকুর মালিকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে (সংযোজনী-৩) ।

৪.৪ । পুকুরের মালিকানা নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ

- বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরই যৌথ মালিকানাধীন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু পুকুর ব্যক্তি মালিকানায় খনন করা হলেও দরিদ্র মহিলাদের নামে নিজস্ব কোন পুকুর নেই বললেই চলে। সুফলভোগী নির্বাচনকালীন সময় দেখা যাবে নির্বাচিত সুফলভোগীদের অধিকাংশের নিজস্ব কোন পুকুর নেই। সুতরাং নির্বাচিত সুফলভোগীদের পুকুর প্রাপ্তি বর্ণিত নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে।
- যৌথমালিকানার পুকুরগুলিতে নির্বাচিত সুফলভোগীর একক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পুকুরের অন্যান্য অংশীদারদের সাথে নির্বাচিত সুফলভোগীর একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে (সংযোজনী-৩)। প্রকল্পকালীন সময়ে সুফলভোগীকে উল্লেখিত পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করতে অন্যান্য অংশীদারদের কোন আপত্তি থাকবেনা মর্মে চুক্তিনামায় উল্লেখ থাকতে হবে। চুক্তিনামাটি একটি প্রচলিত আইন মোতাবেক সম্পাদিত হবে যেখানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্প কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা স্বাক্ষী হিসাবে থাকবেন।

৫. অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ঃ

সুফলভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে সংযোজনী - ২ মোতাবেক একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ করতে হবে। প্রকল্পের কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট-এর নেতৃত্বে প্রকল্পের এসএমএস (মৎস্য) উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবেন।

৬. সুফলভোগী দল গঠন পদ্ধতিঃ

৬.১ । দল গঠনের পদক্ষেপসমূহঃ

- দলের নাম হবে ----------------পুকুর মৎস্য চাষী দল (Pond Aquaculture Group)
- সুবিধাজনক স্থানে একটি বড় আকারের পুকুরে ৭-১০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি দল গঠন করা যাবে। আবার ছোট আকারের প্রতি পুকুরে একজন সুফলভোগী হিসাবে কাছাকাছি ৭-১০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি দল গঠন করা যাবে (সংযোজনী-৪)।
- প্রতিটি পিএজি এর একজন করে সভাপতি ও সম্পাদক থাকবে যারা পিএজি সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সভাপতি ও সম্পাদককে লেখাপড়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং পিএজি এর খাতাপত্র সমূহ সংরক্ষণের সামর্থ্য থাকতে হবে।

৬.২ । পিএজি এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সদস্যদের দায়িত্ব ঃ

- দলের নিয়মনীতি সমূহ মেনে চলতে হবে।
- কাজসমূহের গুণগত মান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করবেন।
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন।

সভাপতির দায়িত্ব ঃ

- প্রকল্পের স্বার্থে কাজের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা।
- অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে একই মজুরীতে কাজ করা।
- পিএজি সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষণ করা।
- স্কীম সুপারভাইজারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা।
- দলকে নেতৃত্ব প্রদান।

সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

- প্রকল্পের স্বার্থে কাজের চুক্তিনামায় যৌথ স্বাক্ষর (সভাপতিসহ) করা।
- চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা।
- অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় একই মজুরীতে কাজ করা এবং সকল সদস্যেদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- নেতৃত্ব প্রদানে সভাপতিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান।
- সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন।

- প্রকল্পের কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাকে সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা।
- বিল এবং কাগজপত্র তৈরী করা, সদস্যদের লভ্যাংশ যথাসময়ে পরিশোধ এবং একাউন্ট সংরক্ষণ করা।

৭. নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ পরিচালনাঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম হলো দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের যোগান বৃদ্ধি করে দারিদ্র পীড়িত জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগনের জীবন মান উন্নয়নের যে ধারা সূচিত হবে, তা যাচাই করে দেখার জন্য সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্যাদি (বেইজ লাইন ইনফরমেশন) সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়। তাই কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতেই নির্ধারিত ছকে নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে (সংযোজনী-৭)।

৮. সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

- পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সুফলভোগীদেরকে পুকুরে মাছ চাষের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী দলীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতি দলকে জেলা অনুযায়ী এক দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তা বছরে একবারই হবে। এজাতীয় প্রশিক্ষণ কাজ নির্ধারিত সুফলভোগীদের বাড়ীর আঙ্গিনায় অথবা পুকুর পাড়ে অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রশিক্ষণের আয়োজন, পরিচালনা এবং সুযোগ সুবিধা সার্বিক ভাবে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করা হবে। প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ফিল্ড সুপারভাইজার (মৎস্য), ডিএসএম এবং সংশ্লিষ্ট এসএমএস (মৎস্য) ও এসও (মৎস্য) গণের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়সুচীতে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়, সামাজিক সচেতনতা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, সংগঠনের গতিশক্তি/গতিশীলতা, পরিবীক্ষন এবং জেন্ডার ইস্যু অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

৯. প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া ঃ

৯.১। পুকুরটি চুড়ান্ত ভাবে চিহ্নিতকরণের পর উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডির উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ার, প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট ও ফিল্ড সুপারভাইজার এবং এসএমএস (মৎস্য) এর সহযোগিতায় যৌথভাবে

পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পুকুরের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। প্রাক্কলনে পুকুরটির উন্নয়ন ও পরিচালনা ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। একই সাথে Gross Margin প্রতিবেদন ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রদান করতে হবে।

৯.২। প্রাক্কলন তৈরীর পর তা অনুমোদনের নিমিত্তে জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর প্রকল্প সমন্বয়কারী উক্ত প্রাক্কলন নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৯.৩ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ চুক্তিবদ্ধ পুকুর মৎস্য চাষীদের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে চাহিদা মোতাবেক সরাসরি প্রদান করবেন।

৯.৪ সুফলভোগীর একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি পুকুরে একজন পিএজি সদস্য থাকলে উক্ত সুফলভোগী তার অর্থ চাহিদা উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের সমন্বয়কারী, সংশ্লিষ্ট জেলা এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত সুফলভোগীর ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে অর্থ ছাড় করবেন এবং যথারীতি প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। অঙ্গভিত্তিক কাজের চাহিদা মোতাবেক একাধিক কিস্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে। একটি পুকুর একটি পিএজি (একাধিক সদস্য বিশিষ্ট) থাকলে উক্ত পিএজি যথারীতি রেজুলেশন ও অর্থ চাহিদা উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের সমন্বয়কারী, সংশ্লিষ্ট জেলা এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী পিএজি-এর ব্যাংক একাউন্টে অর্থ ছাড় করবে এবং যথারীতি প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। অঙ্গভিত্তিক কাজের চাহিদা মোতাবেক উক্ত অর্থ একাধিক কিস্তিতে দেয়া যাবে তবে চূড়ান্ত কিস্তি প্রদানের পূর্বে শতভাগ কাজ শেষ করতে হবে।

৯.৫ সুফলভোগী কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের সমন্বয়কারী এর সুপারিশ ব্যতীত ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে না বিষয়টি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা থাকবে। প্রকল্পের সমন্বয়কারী /উপজেলা প্রকৌশলীর মধ্যে একজনের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমতি ছাড়া একক স্বাক্ষরে অগ্রীম/চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না।

৯.৬ সুফলভোগীর অনুকূলে প্রদত্ত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সুফলভোগীগণ ব্যয় করবেন এবং নিজ দায়িত্বে তার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। এ বিষয়ে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সুফলভোগীদেরকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১০. সুফলভোগীদের জন্য পরিচিতি ও ইনপুট কার্ড প্রদান ঃ

প্রকল্পের নিজ খরচে প্রতি সুফলভোগীকে তার ছবি সম্বলিত একটি পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে। উক্ত পরিচয় পত্রে সুফলভোগীর নাম ঠিকানা এবং মাছ চাষের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রদান করা হবে তা লিখা থাকবে যার নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

সুফলভোগীর নাম ঃ...........................পিতা / স্বামীর নামঃ.....................
গ্রাম ঃ.....................ডাকঘরঃ ....ইউনিয়নঃ.....................
উপ-জেলা ঃ.....................জেলা ঃ.........................।

পুকুরের আয়তন ঃ.................

তারিখ	উপকরণের নাম	একক	পরিমাণ			সুফলভোগীর স্বাক্ষর			বিতরণকারীর স্বাক্ষর		
	চুন	কেজি	১ম	২য়	৩য়	১ম	২য়	৩য়	১ম	২য়	৩য়
	সার										
	ইউরিয়া	কেজি									
	টিএসপি	কেজি									
	পটাশ	কেজি									
	মাছের খাবার-১ম কিস্তি	কেজি									
	মাছের খাবার-২য় কিস্তি	কেজি									
	মাছের খাবার-৩য় কিস্তি	কেজি									
	মাছের পোনা										
	রুই	সংখ্যা									
	কাতলা	সংখ্যা									
	মৃগেল	সংখ্যা									
	মনোসেক্স তেলাপিয়া	সংখ্যা									
	অন্যান্য										

পরিচয়পত্র প্রদানকারীর স্বাক্ষর

১১. লভ্যাংশ বন্টন ঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু দারিদ্র্য বিমোচন সেহেতু পুকুরে মাছ চাষ করে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সুফলভোগীরা যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে দারিদ্র মুক্ত হতে পারে সে কারণে কর্মকাণ্ডটি বাস্তবায়নের যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে সুফলভোগীদের জন্য অধিক লভ্যাংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছর মাছ চাষের পর লভ্যাংশ হিসাব করে সকলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে এলজিইডি, স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১২. কার্যক্রমের মেয়াদ কালঃ

নির্বাচিত সুফলভোগী বাধ্যতামূলক ভাবে তিন বৎসর তার পুকুরে মাছ চাষ করবেন। মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদেরকে পুকুরের আয়তন অনুযায়ী প্রথম বছর পুকুর উন্নয়ন ও মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন খরচ প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর সুফলভোগীগন তার নিজ খরচে পুকুরে মাছ চাষ করবেন। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের মূলধন ও মাছ চাষের অর্জিত লভ্যাংশের কিছু অংশ মাছ চাষে ব্যবহার করতে পারবেন। তৃতীয় বছর শেষে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সুফলভোগীগন ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। এ বিষয়ে সংযোজনী-৬ মোতাবেক প্রকল্পের সাথে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। তৃতীয় বছর শেষে সুফলভোগীর নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ পুনরায় প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত অন্য একজন সুফলভোগীকে মাছ চাষের জন্য একই নিয়মে প্রদান করা হবে। উক্ত অর্থের সাহায্যে দ্বিতীয় সুফলভোগী একই নিয়মে তার পুকুরে তিন বছর মাছ করবেন। তৃতীয় বছর শেষে একই নিয়মে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় সুফলভোগী ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন (সংযোজনী-৬)। দ্বিতীয় সুফলভোগীর নিকট থেকে অর্থ আদায় করার পর তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় সুফলভোগীর মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হবে যাতে এ অর্থ দ্বারা সুফলভোগীগন পর্যায়ক্রমে মাছ চাষ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

১৩. সাইনবোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে ঃ

কাজের শুরুতেই কার্য এলাকায় ১১০০ মিমিX৭০০মিমি (৪৪"X২৮") পরিমাপের একটি সাইন বোর্ড নির্দিষ্ট তথ্যসহ স্থাপন করতে হবে, যার নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

কর্মকাণ্ডের নাম	ঃ	বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ
সুফলভোগীর নাম	ঃ	
পুকুরের আয়তন (শতাংশ)	ঃ	
পুকুরের অবস্থান	ঃ	
		গ্রাম ঃ......................., ইউনিয়ন ঃ....................... উপজেলা ঃ.................., জেলা ঃ.........................
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি। জেলা ঃ------------------

১৪ প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ ঃ

প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত এসএমএস (মৎস্য) সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে সংযুক্তি-৫ মোতাবেক মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে প্রেরণ করবে এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে তা প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করেত হবে ।

১৫। আমরা কিভাবে মাছ চাষ শুরু করবো ঃ

পুকুর নির্বাচন, চাষী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণের পরবর্তি কাজ হলো পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করা। তাই এ পর্যায়ে ভাবতে হবে আমরা কিভাবে মাছ চাষ শুরু করবো। মাছ চাষ শুরু করার পূর্বে আটটি কাজ করতে হবে। কাজগুলি হলোঃ-

১৬। পুকুরের পাড় ও পুকুরের তলা সংস্কার করা ঃ

পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পাড় নীচু থাকলে তা এমনভাবে উচু করতে হবে যাতে করে বন্যায় তলিয়ে না যায়। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাঁদা থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে।

১৭। আগাছা ও পুকুরের পাড় পরিষ্কার করা ঃ

পুকুরের পাড়ে ঝোপ ঝাড় থাকলে বা পুকুরের উপর বড় গাছের ডাল পালা থাকলে, তা কেটে ফেলতে হবে। পুকুরের পানিতে কোন ধরণের জলজ আগাছা (ভাসমান ও নিমজ্জিত) থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে।

১৮। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করা ঃ

পুকুর থেকে সব ধরণের রাক্ষুসে ও বাজে মাছ অপসারণ করতে হবে। এ কাজটি নীচের যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে।

পুকুর শুকিয়ে ঃ

পুকুরের সমস্ত পানি সেচে ফেলে দিয়ে মাছ ধরতে হবে। তারপর কড়া রোদে পুকুর শুকাতে হবে যাতে তলায় ফাটল ধরে। সম্ভব হলে পুকুরের তলায় লাঙ্গল দিতে হবে। বর্ষার পূর্বেই ফাল্গুন - বৈশাখ মাসে এ কাজটি করা সবচেয়ে ভাল।

জাল টেনে ঃ

যে সব পুকুরে রাক্ষুসে এবং বাজে মাছ খুব কম এবং পানির গভীরতাও কম, শুধুমাত্র সে সব পুকুরেই এ পদ্ধতিটি আংশিকভাবে প্রযোজ্য। তবে বার বার জাল টানার পরও রাক্ষুসে মাছ থেকে যেতে পারে।

ঔষধ প্রয়োগে ঃ

কি কি ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে

❒ রোটেনন, ❒ ফসটকসিন, ❒ ব্লিচিং পাউডার, ❒ মহুয়ার খৈল

কি ভাবে ব্যবহার করবেন

❒ **রোটেনন**

প্রয়োজনীয় রোটেনন পাউডার বালতির মধ্যে খুব ভালভাবে পানিতে গুলে নিয়ে সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ তুলে ফেলতে হবে।

বিষ ক্রিয়ার মেয়াদ কাল ৭ দিন

❒ **ফসটকসিন**

প্রয়োজনীয় ফসটকসিন টেবলেট সমানভাবে সমস্ত পুকরে ছিটিয়ে দেয়ার পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিতে হবে। টেবলেট প্রয়োগের ১-২ ঘন্টা পর মাছ ভাসতে শুরু করলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে।

বিষ ক্রিয়ার মেয়াদ কাল ৭ - ১০ দিন

❒ **ব্লিচিং পাউডার**

প্রয়োজনীয় পাউডার পানির সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর ৩০ মিনিট পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিতে হবে যাতে মিশানো ব্লিচিং পাউডার সমস্ত পুকুরে ভাল ভাবে মিশে যায়। তার পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে সমস্ত মাছ তুলে ফেলতে হবে।

বিষ ক্রিয়ার মেয়াদ কাল ৭ দিন

❒ **মহুয়ার খৈল**

প্রয়োজনীয় খৈল সমভাবে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটাবার ১-২ ঘন্টা পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিতে হবে যাতে মহুয়ার খৈল সমস্ত পুকুরে ভাল ভাবে মিশে যায়। তার পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে সমস্ত মাছ তুলে ফেলতে হবে।

বিষ ক্রিয়ার মেয়াদ কাল ১০-১২ দিন

প্রয়োগ মাত্রা কি রকম হবে

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা	ঔষধের পরিমাণ			
		রোটেনন	ফসটকসিন	ব্লিচিং পাউডার	মহুয়ার খৈল
০১	১ ফুট	৩৫০ গ্রাম	১ টি টেবলেট	৯০০ গ্রাম	৩ কেজি
১০	১ ফুট	৩৫০ গ্রাম	১০ টি টেবলেট	৯ কেজি	৩০ কেজি
৩৩	৫ ফুট	৫৮০০ গ্রাম	১৬৫ টি টেবলেট	১৫০ কেজি	৫০০ কেজি
৫০	৫ ফুট	৮৭২৫ গ্রাম	২৫০ টি টেবলেট	২২৫ কেজি	৭৫০ কেজি

উল্লেখিত ঔষধ সমূহের মাঝে রোটেনন সব চেয়ে উত্তম। সাধারণতঃ ঔষধের খরচ ও প্রাপ্যতার বিবেচনায় ঔষধ প্রয়োগ প্রায়ই নিরুৎসাহিত করা হয়।

পুকুরে চুন প্রয়োগ করা ঃ

পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগের ১-২ দিন পর চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের জন্য পাথরে চুনই সবচেয়ে ভাল।

প্রয়োগ মাত্রা ঃ

সাধারন ভাবে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

পুকুরের পাড়ে গর্ত করে অথবা অন্য কোন মাটির পাত্রে বা ড্রামের মধ্যে পানিতে চুন ভিজাতে হবে। কিছুক্ষন পর চুন ফোটে ঠান্ডা হয়ে গেলে একটি কাঠির সাহায্যে চুন মিশ্রিত পানি ভাল ভাবে নেড়ে চেড়ে সমান ভাবে মিশাতে হবে। অতঃপর চুন মিশ্রিত পানি সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পোনা খোজে দেখা ঃ

পুকুরে চুন প্রয়োগের পর পরই যেখান থেকে ভাল মানের পোনা সংগ্রহ করা যাবে সে সব স্থানের খোজ খবর নিতে হবে এবং কখন কাংক্ষিত আকারের পোনা পাওয়া যাবে তা ঠিক করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

কখন পুকুরে সার প্রয়োগ করবেনঃ

চুন প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

কি কি সার প্রয়োগ করবেনঃ

পুকুরে জৈব এবং রাসায়নিক এ দু'ধরণের সারই ব্যবহার করা যেতে পারে।

জৈব সার কি কি

- সরিষার খৈল
- গোবর
- হাঁস মুরগীর বিষ্ঠা
- কম্পোষ্ট সার

প্রয়োগ মাত্রা ঃ

পুকুরে শতাংশ প্রতি ৮-১০ কেজি কম্পোষ্ট সার প্রেয়োগ করা যেতে পারে।

রাসায়নিক সার কি কি

- ইউরিয়া
- টিএসপি
- এমপি (পটাশ)

প্রয়োগ মাত্রা ঃ

পুকুরে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৪০-৫০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহার করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

জৈব এবং রাসায়নিক এ দু ধরণের সার একত্রে একটি পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ পানির মধ্যে গুলিয়ে নিতে হবে। তারপর গুলানো সার সমস্ত পুকুরে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পোনা মজুদের পুর্বে করনীয় কাজ ঃ

পুকুরের পানিতে ঔষধের বিষাক্ততা পরীক্ষা করা- এ কাজটি দু ভাবে করা যেতে পারে যেমন-

পদ্ধতি-১ ঃ

যে পুকুরে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে, মাছের পোনা মজুদের আগে সে পুকুরের পানির বিষক্রিয়া অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ জন্য পুকুরে একটি হাপা বা মশারী টানিয়ে তার মধ্যে ৫-১০ টি পোনা মাছ ছেড়ে দিতে হবে এবং ১০-১২ ঘন্টা নজর দাড়িতে রাখতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে পোনা মরে না যায় তা হলে বুঝতে হবে উক্ত পুকুরে কোন বিষক্রিয়া নাই। ফলে তখনই পুকুরে পোনা মাছ ছাড়া যেতে পারে।

পদ্ধতি-২ঃ

যদি হাপা না থাকে, তবে একটি বালতি অথবা পাতিলে পুকুরের পানি নিয়ে তাতে ৪-৫ টি পোনা ১০-১২ ঘন্টা রেখে দিয়ে বেচেঁ থাকার অবস্থা দেখতে হবে। যদি পোনা মরে যায়, তা হলে আরও ৬-৭ দিন অপেক্ষা করে পুনরায় একই পরীক্ষা করে পোনা ছাড়তে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করাঃ

পোনা মাছ মজুদের আগে পুকুরে মাছের খাবার তৈরী হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। এ কাজটি নীচের যে কোন একটি উপায়ে সহজেই করা যেতে পারে।

স্বচ্ছ কাচের গ্লাস দ্বারা ঃ

সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরের পানি গামছা দিয়ে টেনে একটি কাচের গ্লাস নিয়ে দিনের আলোয় গ্লাসটিকে বাহির থেকে লক্ষ্য করুন। যদি গ্লাসের পানিতে বেশী পরিমাণে ছোট আকারের পোকার মত প্রাণী দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে পুকুরে মাছের খাবার তৈরী হয়েছে।

হাত দ্বারা ঃ

পুকুরের পানিতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে হাত কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখতে পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাবার আছে। আর যদি হাতের তালু দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে প্রয়োজনীয় খাবার নাই।

সেকি ডিস্ক দ্বারা ঃ

সেকি ডিস্ক হচ্ছে টিনের বা লোহার একটি সাদা কালো রংয়ের গোলাকার চাকতি। চাকতিটি লাল, সবুজ ও সাদা রংয়ের সুতা দিয়ে ঝুলানো থাকে। হাত দিয়ে সুতা ধরে চাকতিটি পানিতে ডুবানোর পর যদি লাল ও সবুজ সুতার ২৫-৩০ সেঃ মিঃ গভীরতায় চাকতিটি দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে ভাল খাবার আছে। ৩৫ সেঃ মিঃ এর বেশী গভীরতায় চাকতিটি দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে খাবার অত্যন্ত কম।

ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্ত করণ
রুই জাতীয় মাছের পোনা (কার্পের পোনা)

দেখার বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
দেহের রং	ঝকঝকে, উজ্জ্বল	ঘোলা, ফ্যাকাসে
বিজল/পিচ্ছিল ভাব	বেশী	খসখসে
বিভিন্ন দাগ	দেহে/ফুলকায় দাগ নেই	লাল ও কালো দাগ
ঘোলাকার পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	চঞ্চল, স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটে	ধীর স্থির, পাত্রের মাঝখানে জমা হয়

পোনা পরিবহন ও শোধনঃ

এলুমিনিয়ামের পাতিল, হাফ ড্রাম এবং অক্সিজেন ব্যাগে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে পোনা পরিবহন করা যায়।

পদ্ধতি	প্রজাতি	আকার	সংখ্যা	পানির পরিমান	সময়
পাতিল/ড্রাম	রুই জাতীয়	৩-৫"	১৫-২০টি	১ লিটার	৪-৬ ঘন্টা
অক্সিজেন ব্যাগ	রুই জাতীয়	৩-৫"	২৫-৩০টি	১ লিটার	৪-৬ ঘন্টা

পরামর্শঃ

- পরিবহনের পূর্বে পোনার পেট খালি করতে কম পক্ষে ২-৩ ঘন্টা হাপায় রাখুন
- সকাল অথবা বিকাল অথবা ঠান্ডা পরিবেশে পোনা পরিবহন করুন
- যাত্রা পথে পাতিল / ড্রামের পানি পরিবর্তন ও মাঝে মাঝে পানি নাড়া চাড়া করুন
- পোনার ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় রাখুন
- যাত্রা পথে প্রয়োজনে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিশ্রাম দিন

পোনা শোধন ঃ

নিরোগ ও সুস্থ পোনা নিশ্চিত করার জন্য পোনা পরিবহন বা মজুদের পূর্বে বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে তাতে দুই মুঠো লবন (১৬০-২০০ গ্রাম) মিশিয়ে ২০০-২৫০ টি পোনা এক মিনিট গোসল করিয়ে পুকুরে ছাড়ুন।

পোনা মজুদ ঃ

পুকুরে সর্বদাই ৪-৬" আকারের সুস্থ এবং সবল পোনা মজুদ করা প্রয়োজন।

পোনা ছাড়ার পদ্ধতি ঃ

- পোনা ভর্তি পাত্র বা ব্যাগের ভিতর পুকুর থেকে অল্প পানি দিতে হবে, আবার পাত্র বা ব্যাগের ভিতর থেকে কিছু পানি পুকুরে ফেলে দিতে হবে।
- এমনি ভাবে পাত্র বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা পকুরের পানির তাপমাত্রার প্রায় সমান হলে পাত্রটি বা ব্যাগটি কাত করে ধরতে হবে যাতে পোনা গুলো আপনা আপনি নিজ গতিতে পুকুরে চলে যেতে পারে।

প্রজাতির নাম	সংখ্যা/শতাংশে
কাতলা	৫-৬
সিলভার কার্প	৯-১২
রুই	৮-১০
মৃগেল	৪-৬
কার্পিও	৪-৫
গ্রাস কার্প	২-৪
রাজ পুটি	৪-৭
মোট	৩৬-৫০

পোনা মজুদ করার পর করনীয় কাজঃ

পোনা মজুদের পর পুকুরে নীচের বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজনঃ-

- পুকুরের স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখতে হবে
- পানিতে মাছের নিয়মিত প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন নিশ্চিত রাখতে হবে
- প্রতিদিন (সম্ভব হলে) সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে
- পুকুরে নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে

প্রতি শতাংশে পোনা মজুদের পরিমান ঃ

সারের নাম	প্রয়োগের পরিমাণ/শতাংশ
কম্পোষ্ট	৬-৮ কেজি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়ম ঃ

জৈব এবং রাসায়নিক সার একত্রে একটি পাত্রে ৩ গুন পানির মধ্যে ১২-১৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজানো অবস্থায় মাঝে মধ্যে একটি কাঠির সাহায্যে সম ভাবে নাড়া চাড়া করতে হবে যাতে সমস্ত সার পানিতে গুলে যায়। তারপর সার মিশ্রিত পানি সমস্ত পুকুরে সমহারে ছিটিয়ে দিতে হবে।

বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সার প্রয়োগের সময় ঃ

পুকুরে সূর্যের আলো পড়ার পর (সকাল ০৯.০০-১১.০০ ঘটিকার মধ্যে)

- পানির রং সবুজ থাকলে সার দেবেন না
- পানি টলটলে পরিষ্কার থাকলে সারের পরিমান মাত্রা হতে কিছুটা বাড়িয়ে দেবেন।

মাছের সম্পূরক খাবার ঃ

- মাছের শরীরের অনুপাতে পুকুরে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে
- সাধারণতঃ মাছের শরীরের ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হারে প্রতিদিন সম্পূরক খাবার দেয়া প্রয়োজন। যেমন- পুকুরে যদি মাছের মোট ওজন ১০০ কেজি থাকে, তাহলে প্রতিদিন মাছকে ৩ কেজি হারে খাবার দিতে হবে ।
- রুই কাতলা মাছের জন্য প্রতিদিন সরিষার খৈল এবং চাউলের কুড়া / গমের ভুষি দিলেই চলে। খৈল এবং কুড়া/ভুষির পরিমাণ হবে অর্ধেক অর্ধেক।

পুকুরের জন্য প্রয়োজনীয় খৈল এবং কুড়া/ভুষি একটি পাত্রের মধ্যে একত্রে পানিসহ এক রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।

পরদিন সকালে এ মিশ্রণটি ভাল করে একত্রে মিশিয়ে হালুয়ার মত মন্ড তৈরী করতে হবে। পরবর্তীতে এ মন্ড দিয়ে কতগুলো গোলাকার শক্ত বল তৈরী করতে হবে। তারপর পুকুরের একটি নির্দিষ্টস্থানে অথবা পাত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ বল আকৃতির খাবারগুলি পুকরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

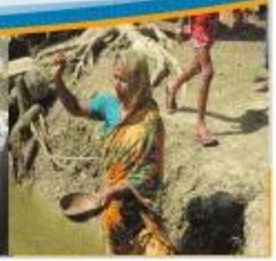

- খাবারের জন্য পাত্র ব্যবহার করা হলে পাত্রটি পানির উপরিভাগ থেকে ১.৫-১.০ মিটার নীচে রাখতে হবে।
- প্রত্যেক মাসে একবার করে মাছের মোট ওজন নেবার পর মোট খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। সে জন্য নমুনা হিসাবে কিছু মাছের পৃথক পৃথক ওজন নিয়ে মোট মাছের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে মোট মাছের ওজন বের করতে হবে এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।
- পুকুরে গ্রাস কার্প, সরপুটি ইত্যাদি মাছ থাকলে নিয়মিত ক্ষুদেপানা, সাজিনা, ঝাজি, বিভিন্ন উদ্ভিদের নরম পাতা (যেমন- বাধা কপি, পুঁই শাক, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কলাপাতা) নেপিয়ার, পারা ইত্যাদি নরম ঘাস খাবার হিসাবে দিতে হবে।
- এ সমস্ত খাবার পুকুরের মাঝে একটি চৌকোনাকার বাঁশের ঘেরায় দিতে হবে। খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাছের পরিচর্যা ঃ

- পুকুরের পানি ও মাটির গুনাগুনের উপর ভিত্তি করে পুকুরে সার ও খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাসে একবার জাল টানুন
- পুকুরে পাহাড়ার ব্যবস্থা রাখুন

মাছের রোগ বালাই দমন ঃ

রোগ বালাই প্রতিরোধের জন্য শীত শুরুর আগে ভাগেই শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন। থাই সরপুটি মাছ থাকলে তা নভেম্বর মাসের আগেই বিক্রয় করে ফেলুন।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ

সময়মত মাছ ধরা ও বিক্রয় করা মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাছ আহরণ কার্যক্রমটি দু ভাবে করতে হবে। প্রথমতঃ যে সমস্ত মাছ ৫০০ গ্রাম বা তার বেশী ওজনের হবে সে গুলো আহরণ করতে হবে যাকে আংশিক আহরণ বলা হয়। আংশিক আহরণে যতটি মাছ ধরা হবে ঠিক তার পর পরই ততগুলো মাছ ও অতিরিক্ত শতকরা ২৫ টি বেশী মাছ পুকুরে মজুদ করতে হবে।

পরবর্তিতে বছর শেষে সমুদয় মাছ আহরণ করে বাজারজাত করতে হবে। মাছ আহরনের কাজ ভোর রাতে বা খুব সকালে করাই উত্তম, যাতে তাজা অবস্থায় মাছ বাজারে বিক্রয় করা যায়। মাছ বিক্রয় করার পর আয় ব্যয়ের হিসাব করুন এবং মুনাফা বুঝে নিন। নিম্নে সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার একটি নমুনা প্রদান করা হলো।

সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের নমুনাঃ

ক) ব্যয়ের খাত		
কাজের বিবরণ	পরিমাণ	ব্যয় (টাকা)
১. পুকুর সংস্কার, পানি শুকানো, জাল টানা বা ঔষধ প্রয়োগ		
২. চুন	-কেজি	
৩. কম্পোষ্ট	-কেজি	
৪. রাসায়নিক সার		
৫. পোনা (পরিবহন খরচ সহ)	-কেজি	
৬. চাউলের কুড়া	-কেজি	
৭. গমের ভুষি	-কেজি	
৮. সরিষার খৈল	-কেজি	
৯. খুদি পানা/নরম ঘাস	-কেজি	
১০. শ্রমিক মুজুরী		
১১. জাল টানা		
১২. বিবিধ		
প্রকৃত ব্যয়		
গৃহিত ঋণের সুদ (যদি থাকে)		
সর্বমোট ব্যয়		
খ. আয়ের খাত		
১. মাছ উৎপাদন	-কেজি	
২. মাছের মূল্য	-টাকা	
৩. মোট আয়		
প্রকৃত মুনাফা (আয়-ব্যয়)		

সংযোজনী-১

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পুকুর জরিপ ছক পত্র

সাধারণ তথ্য

উপ-প্রকল্পের নাম :
জেলা :
উপ-জেলা :
ইউনিয়ন :
গ্রাম :
সুফলভোগীর নাম :
লিঙ্গ:- পুরুষ / মহিলা :
বয়স :
সুফলভোগীর ঠিকানা :
পিতার / স্বামীর নাম :
পরিবারের সদস্য সংখ্যা :
সুফলভোগীর পেশা :
- কৃষক (টিক চিহ্ন দিন) :
- মৎস্যজীবি (টিক চিহ্ন দিন) :
- মৎস্য চাষী (টিক চিহ্ন দিন) :
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী :
- অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন) :

সুফলভোগীর আয়ঃ
- বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ (টাকা/বৎসর) :
- অন্যান্য পেশা থেকে আয় (টাকা/বৎসর) :
- সুফলভোগীর বাৎসরিক গড় আয় (টাকা) :

সুফলভোগীর জমির প্রাপ্যতা বিষয়ক তথ্যাদি (শতাংশ) ঃ
- বাড়ীর আঙ্গিনা :
- চাষযোগ্য :
- পুকুর :
- মোট :

পুকুরের অবস্থা ঃ
- পুকুরের সংখ্যা :
- পুকুরের আয়তন (শতাংশ) :
- গ্রীষ্মকালীন পুকুরের জলায়তন (শতাংশ) :
- গ্রীষ্মকালীন পুকুরের গভীরতা (ফুট) :
- পুকুরে বিদ্যমান জলজ আগাছা (কম / পাতলা / পরিষ্কার) :
- পুকুর পাড়ের গাছ গাছালি :
  (সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন)

পুকুরের মালিকানার ধরণ (একক / যৌথ মালিকানা) :
বর্ষাকালে প্লাবিত হয় কিনা (হ্যাঁ / না) :
পুকুরের পাড়ের অবস্থা (শক্ত, আংশিক ভাঙা, পুরাপুরি ভাঙা) :
(সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন)
পুকুরের নিকটবর্তী প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত বিলের নাম :
পুকুরের নিকটবর্তী প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত রাস্তার নাম :
পুকুরের নিকটবর্তী হ্যাচারী ও নার্সারীর সংখ্যা :
পুকুরের উৎপাদন (কিঃগ্রাঃ/একরে) :

পুকুর সমন্ধে যদি কোন মন্তব্য থাকে- প্রয়োজনে অতিরিক্ত সীট ব্যবহার করুন

সংযোজনী-২

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদের চূড়ান্ত তালিকা

উপ-প্রকল্পের নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	সুফলভোগীর নাম	লিঙ্গ		বয়স (বছর)	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	জাতীয় পরিচয় পত্রের নং	পিতা/ স্বামীর নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	সুফলভোগী সংক্রান্ত			পুকুর সম্পর্কীয়										
													পেশা	বাৎসরিক আয় (টা)	মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ)	পুকুর আয়তন (শতাংশ)		পানির গভীরতা (ফুট)		মালিকানা		নিকটবর্তী চেয়ার বিল		নিকটবর্তী রাস্তা		উৎপাদন (কিঃগ্রাঃ/একর)
						পু	ম									বর্ষাকাল	শীতকাল	বর্ষাকাল	শীতকাল	একক	যৌথ	নাম	দূরত্ব	নাম	দূরত্ব	

সংযোজনী-৩

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পুকুর মালিক ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বসত বাড়ীতে অবস্থিত পুকুরে মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্নিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য -----------ইং তারিখে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ
পুকুর মালিকের নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
গ্রামঃ -----------; ইউনিয়নঃ -----------
মৌজাঃ-------; উপজেলাঃ-----; জেলাঃ-----

দ্বিতীয় পক্ষ
সুফলভোগীর নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
গ্রামঃ -----------; ইউনিয়নঃ -------------
মৌজাঃ-------; উপজেলাঃ--------; জেলাঃ------

যেহেতু আমরা পক্ষগণ আপনজন বটে। আমি ১ম পক্ষ আমার নিম্ন তফসিলে বর্ণিত দাগ নং------- দাগে--------শতাংশ জমির একটি পুকুর যাহা আমার সাংসারিক নানাবিধ কাজের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় এবং ২য় পক্ষ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মৎস্য চাষের জন্য পুকুরটি ---------ইং তারিখ থেকে ৭ বছরের জন্য ইজারা নেয়ার জন্য আমার নিকট (১ম পক্ষ) প্রস্তাব করলে আমি উক্ত প্রস্তাবে রাজি হইলে আমাদের উভয় পক্ষের সমঝোতায় পুকুরটি প্রতি বছর -------টাকা ইজারা মূল্যে ৭ বছরের জন্য ইজারা মূল্য ---------টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম বছরের ইজারা মূল্য--------টাকা মাত্র ২য় পক্ষের নিকট হতে আমি (১ম পক্ষ) নগদে বুঝিয়া পেয়ে এবং বাকী ইজারা মূল্য প্রতি বছর ---------টাকা পরিশোধ করার শর্তে আমি (১ম পক্ষ) স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় পুকুরটির দখল অদ্য ----------ইং তারিখ হতে ৭ বছরের জন্য বুঝিয়ে দিয়ে ও ২য় পক্ষ উক্ত পুকুরটির দখল বুঝিয়ে পেয়ে নিম্নে বর্নিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হলাম এবং অত্র চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

শর্তাবলী

১. প্রতি বছরের ইজারা মূল্য প্রতি বছরের প্রথম মাসেই পরিশোধ করতে হবে
২. ১ম পক্ষ ইজারা মেয়াদ কালীন সময়ে পুকুরটির দখল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না
৩. ২য় পক্ষ সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত পুকুরে মাছ চাষ করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ মাছের অর্থের মধ্যে ১ম পক্ষের কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।
৪. ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে উক্ত পুকুরে মাছ চাষ রক্ষণাবেক্ষন সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৫. ২য় পক্ষ উক্ত পুকুরে মাছ চাষের জন্য হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসরন করতে বাধ্য থাকবেন।
৬. চুক্তিপত্রে উল্লেখিত ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুকুরটি আপনা আপনি ১ম পক্ষের অনুকূলে চলে যাবে।

তফসিল ঃ

মৌজা :-------------, খতিয়ান নং ----------, দাগ নং ------------, পুকুরের আয়তন -------- শতাংশ

ইজারা দাতা (১ম পক্ষ) **ইজারা গ্রহিতা (২য় পক্ষ)**

স্বাক্ষীগন ঃ
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ
উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষেঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

সংযোজনী-৪

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পুকুর মৎস্যচাষী দল (PAG) গঠন

গ্রামের নাম ঃ ....
ইউনিয়ন ঃ ....
উপজেলা ঃ ....
জেলা ঃ ....
পিএজি এর সভাপতির নাম ঃ ....
সংগঠনের নাম ঃ ....

ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) হিসাবের নাম ঃ ....
খ) হিসাব নম্বর ঃ ....
গ) শাখা ঃ ....
ঘ) ব্যাংকের নাম ঃ ....
ঙ) একাউন্ট পরিচালনাকারী ঃ ....

ক্র. নং	পিএজি এর সদস্যের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর	মন্তব্য
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							
৭.							
৮.							
৯.							
১০							

স্বাক্ষর ঃ
এসএমএস (মৎস্য)
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

সংযোজনী-৫

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

অর্থ বছর ঃ
উপজেলা ঃ

তারিখ ঃ

ক্র. নং	সুফলভোগীর নাম	ইউনিয়ন	গ্রাম	পিএজি নং	মৎস্য চাষের জন্য অনুমোদিত বরাদ্দ	পিএজি কেন্ডিডেট ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	সম্পাদিত কাজ ও ব্যয়কৃত টাকা (ক্রমপুঞ্জিত)		সুফলভোগী সংক্রান্ত			মন্তব্য
							কাজের বর্ণনা	টাকা	পুরুষ	মহিলা	মোট	

এসও (মৎস্য)   এসএমএস (মৎস্য)   উপজেলা প্রকৌশলী

বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সংযোজনী-৬

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বসত বাড়ীতে অবস্থিত পুকুরে মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্ন বর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য ------------ইং তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ
সুফলভোগীর নামঃ ____________, পিতার নাম ঃ ____________
গ্রামঃ ________ ইউনিয়নঃ ____________ মৌজাঃ ____________
উপজেলাঃ ________ জেলা ঃ ____________

দ্বিতীয় পক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি,
জেলা ঃ____________

আমি ১ম পক্ষ আমার নিম্ন তফসিলে বর্ণিত দাগ নং------- দাগে---------শতাংশ জমির একটি পুকুরের বৈধ মালিক/ইজারাদার। ২য় পক্ষ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মৎস্য চাষের জন্য পুকুরটি ---------ইং তারিখ থেকে ৭ বছরের জন্য মৎস্য চাষের প্রস্তাব করলে আমি উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে আমাদের উভয় পক্ষের সমঝোতায় পুকুরটির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প থেকে ---------টাকা সুদ মুক্তঋণ গ্রহণ করতে রাজি হই। নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমরা (১ম ও ২য় পক্ষ) স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় পুকুরটির দখল অদ্য ----------ইং তারিখ হতে ৭ বছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হলাম এবং অত্র চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

শর্তাবলী

১. চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সুফলভোগী তার সমুদয় অর্থ ২য় পক্ষকে পরিশোধ করবে।
২. ১ম পক্ষ ইজারা মেয়াদ কালীন সময়ে পুকুরটির দখল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না
৩. ১ম পক্ষ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত পুকুরে মাছ চাষ করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ মাছের লভ্যাংশের মধ্যে ২য় পক্ষ কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।
৪. ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে উক্ত পুকুরের মাছ চাষ রক্ষণাবেক্ষণে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৫. ১ম পক্ষ উক্ত পুকুরে মাছ চাষের জন্য হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

তফসিল ঃ

মৌজা ঃ ----------, খতিয়ান নং ----------, দাগ নং -------------, পুকুরের আয়তন ------- শতাংশ

মালিক/ইজারা দাতা (১ম পক্ষ)

ইজারা গ্রহিতা (২য় পক্ষ)
পক্ষে-নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

স্বাক্ষীগন ঃ
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ
উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষেঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

সংযোজনী-৭

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

খানা জরিপ

বেইজলাইন জরিপ প্রশ্নমালা

১। পরিবার প্রধানের নাম ঃ.................... ২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ........................
৩। উত্তর দাতার নামঃ...।
৪। ঠিকানাঃ গ্রাম ঃ.........ইউনিয়ন ঃ...........উপজেলা ঃ..........জেলা ঃ....................
৫। পিএজি সংদস্যের নামঃ............................., পিএজি এর নাম ঃ.......................
পিএজি এর সদস্য হওয়ার তারিখঃ...., পিএজিতে তার অবস্থানঃ সভাপতি /সম্পাদক /সদস্য।

৬। পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিত তথ্যঃ

ক্র. নং	নাম	পরিবার প্রধানের সাথে সম্পর্ক	বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিশেষ কোন কাজের পারদর্শিতা	পেশা		মাসিক আয় (টাকা)
							মূল	অতিরিক্ত	
০১									
০২									
০৩									
০৪									
০৫							পরিবারের মাসিক মোট আয় (টাকা)		
০৬							পরিবারের বাৎসরিক মোট আয় (টাকা)		

৭। পরিবারের আয়ের উৎসঃ

ক্র. নং	উৎস্য	বাৎসরিক আয় (টাকা)
ক.	কৃষি	
খ.	চাকুরী	
গ.	কৃষি শ্রমিক	
ঘ.	অন্যান্য কাজের শ্রমিক	
ঙ.	মৎস্য আহরণ	
চ.	মৎস্য চাষ	
ছ.	মাছের ব্যবসা	
জ.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	
ঝ.	হস্ত শিল্প	
ঞ.	রিকসা চালানো	
ট.	নৌকা চালানো	
ঠ.	অন্যান্য কাজ	

৮। **জীবিকা অর্জনের জন্য পরিবারের সদস্যগন কি অন্য এলাকায় কাজ করতে যায় ঃ হাঁ/না**
ক. যদি উত্তর হাঁ হয় তাহলে কতজন সদস্য এলাকার বাহিরে যায় এবং তার মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন মহিলা ঃ
খ. বৎসরের কত মাস অন্য এলাকায় অবস্থান করেন ঃ
গ. অবস্থানকালীন মাসের নাম ঃ

৯. সম্পদের মালিকানাঃ

সম্পদের বর্ণনা	সংখ্যা	মালিকানা (পুঃ/মঃ যৌথ)
মটর সাইকেল		
সাইকেল		
নৌকা		
গবাদি পশু (গরু, ছাগল,ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া)		
অগভীর যন্ত্রপাতি		
যান্ত্রিক লাঙ্গল		
ধান মাড়ানো যন্ত্র		
রেডিও/ক্যেসেট		
টিভি		
অলংকারাদি		
সেলাই মেশিন		
খাট		
মোবাইল ফোন		
আলমারি/সোকেজ		
গরু/ঘোড়া/মহিষের গাড়ী		
বৈদ্যুতিক পাখা		
গাছপালা		
অন্যান্য (নামসহ)		

১০. জমির মালিকানাঃ

জমির ধরন	জমির পরিমান	মালিকানা (পুঃ/মঃ যৌথ)
ক. নিজস্ব জমি		
বসত বাড়ীর জমি		
চাষ যোগ্য জমি		
পুকুর/দিঘী/ডোবা		
খ. অন্যান্য জমি (বর্গা নেয়া/বন্ধকী/ভাড়া নেয়া		
গ. বর্গা দেয়া/বন্ধক দেয়া/ ভাড়া দেয়া		
মোট ঃ		
মোট চাষ যোগ্য জমি ঃ		
জমির মোট মূল্য ঃ		

১১. গবাদি পশু পাখির মালিকানা ঃ

বর্ণনা	মোট সংখ্যা		
	নিজস্ব	বর্গা	মোট
গাভী/মহিষ (বাচ্চাসহ)			
ষাঁড়			
ভেড়া ও ছাগল			
হাঁস ও মুরগী			
অন্যান্য			
মোট মূল্য (টাকা)ঃ			

১২. বাড়ী/ঘরের অবস্থা ঃ

ঘরের ধরণ	সংখ্যা	কক্ষের সংখ্যা
খড়ের /পাতার		
টিনের		
আঁধা পাকা		
পাকা		
মোট ঃ		

১৩. **পানীয় জলের উৎসঃ** নলকূপ/কুয়া/পুকুর/নদী/খাল (প্রয়োজনীয় স্থানে টিক দিন)
ক) নিজের বসত বাড়ীতে স্থাপিত নলকূপ থেকেঃ হাঁ/না
খ) যদি উত্তর না হয়, তাহলে পানীয় জল সংগ্রহ করতে কত সময় লাগে?......মিনিট

১৪। **পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ঃ** খোলা মাঠে/স্ল্যাব রিংয়ের পায়খানায়/স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানায়/কোনটিতেই না।

১৫. ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ঃ

ফসল		জমির পরিমাণ (শতাংশ)	মোট উৎপাদন (মন/কেজি)	মূল্য (টাকা)
ধান				
শাক সজি	বাড়ীর আঙ্গিনায়			
	মাঠে			
অন্যান্য ফসল				
মাছ	পুকুর/দিঘী/ডোবা			
	খাল, বিল, নদী, হাওর			

ক. বৎসরের কোন মাসে খাদ্যের অভাব হয় কিনা? হাঁ/নাঃ উত্তর হাঁ হলে মাসের নাম লিখুন
খ. প্রতি মাসে নিম্নোক্ত খাবারগুলি কতবার খায়, তা লিখুন

খাবারের নাম	খাবার গ্রহণের সংখ্যা
মাংশ	
ডিম	
দুধ	
মাছ	
ডাল	
শাকসজি	
ফল-মূল	

গ. দৈনিক খাবার গ্রহনের সংখ্যা (দয়া করে টিক চিহ্ন দিন)
- ❒ দৈনিক তিনবার
- ❒ দৈনিক দুইবার
- ❒ দৈনিক একবার

১৬. ঋণ গ্রহণঃ

বৎসরে কত বার	মোট পরিমাণ (টাকা)	প্রদত্ত বাৎসরিক সুদের হার

১৭. বাৎসরিক খরচঃ

খরচের বিষয়	টাকা পরিমান	খরচ করেছেন	
		পুরুষ	মহিলা
খাবার			
কাপড় চোপড়			
ঘর বাড়ী নির্মাণ/মেরামত			
শিক্ষা			
চিকিৎসা ও ঔষধ পত্র			
উৎসব/পার্বন			
দান করা			
পানীয় জল			
পয়ঃ প্রণালী			
অন্যান্যঃ			

১৮. মহিলাদের গতিশীলতা ঃ

স্থান	মাসে একবার/ একাধিক বার	মাসে একবারের কম	কখনো না
হাট/বাজার			
ব্যাংক			
বিদ্যালয়			
ডাকঘর			
ভূমি অফিস			
ইউনিয়ন পরিষদ			
উপ-জেলা পরিষদ/শহর			
হাসপাতাল/ক্লিনিক			
অন্যান্য			

১৯. ঘর বাড়ীতে বিদ্যমান আলোর উৎস ঃ

ডিজেল/ কেরোসিন	জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ	কম মাত্রার বিদ্যুৎ	মাঝারী বা উচ্চ মাত্রার বিদ্যুৎ	সৌর বিদ্যুৎ	মোমবাতির আলো

২০. গত ১২ মাসের মধ্যে আপনার পরিবারের কোন সদস্য কতবার রোগাক্রান্ত হয়েছে ?

কখনো না	একবার বা দুই বার	মাসে একবার	মাসে অনেক বার	প্রতি সপ্তাহে একবার	সপ্তাহে একাধিক বার	জানা নেই

২১. পাঁচ বছর এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে কিছু তথ্যাদিঃ

(কেবল মাত্র পাঁচ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য)।

আইডি কোড নং	ছেলে-মেয়েদের নামের ১ম অংশ	লিঙ্গ		জন্ম তারিখ (দিন/মাস/বছর)	বয়স (মাস)	উচ্চতা (সে.মি)	এমইউএসি (এমএম)	ওজন (কেজি)
		পুঃ	মঃ					

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ------------------------

তারিখঃ------------------------